The 21st February Paragraph 400 Words For HSC

International Mother Language Day on February 21st commemorates the Bengali Language Movement of 1952 in the former East Pakistan, now independent Bangladesh. When Pakistan declared Urdu the sole national language after the partition of India in 1947, students and activists in East Pakistan protested the move to impose Urdu at the expense of their native Bengali tongue. Tensions escalated on February 21st, 1952 when police fired upon and killed student demonstrators like Salam, Jabbar, Rafik and Barkat who were demanding official recognition of their mother language Bangla. This ultimate sacrifice transformed into a larger movement which culminated in Bangladesh gaining independence in 1971.

To honor these 'Language Martyrs', Shaheed Minar monuments were erected across East Pakistan, and February 21st was observed as Language Movement Day. After Bangladesh was liberated, this day was declared a national holiday, and the fallen activists were revered as heroes who ushered in independence. In 1999, UNESCO took note of this unique incident where people laid down their lives defending their right to speak their native language. It proclaimed February 21st as International Mother Language Day - a celebration of linguistic diversity globally. Today, over 188 countries observe this day to promote awareness of mother languages as crucial means of preserving cultural heritage.

In Bangladesh, it remains a solemn national day of mourning as people visit Shaheed Minar monuments, lay wreaths and sing mournful songs to salute the martyrs. The President and Prime Minister also give speeches recollecting the sacrifices of the activists. Special supplements are published in newspapers, television channels broadcast commemorative programs and prayers are held across the country. This annual remembrance serves as an inspiration to cherish our native tongues which often face the threat of extinction. International Mother Language Day reinforces why governments, communities and individuals must actively work to nurture their linguistic traditions. In our globalized world, while it is important to be multilingual, we must never forget the language that nurtures our roots.

এইচএসসির জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি অনুচ্ছেদ ৪০০ শব্দের

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে 1952 সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে। 1947 সালে ভারত ভাগের পর পাকিস্তান যখন উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা ঘোষণা করে, তখন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও কর্মীরা তাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপের প্রতিবাদ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারী, 1952 এ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় যখন পুলিশ সালাম, জব্বার, রফিক এবং বরকতের মত ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায় এবং হত্যা করে যারা তাদের মাতৃভাষা বাংলার সরকারী স্বীকৃতির দাবি করছিল। এই চূড়ান্ত আত্মত্যাগ একটি বৃহত্তর আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে।

এই 'ভাষা শহীদদের' সম্মান জানাতে, পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয় এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়, এবং পতিত কর্মীদের বীর হিসেবে সম্মান করা হয় যারা স্বাধীনতার সূচনা করেছিল। 1999 সালে, ইউনেস্কো এই অনন্য ঘটনাটি নোট করে যেখানে লোকেরা তাদের মাতৃভাষা বলার অধিকার রক্ষায় তাদের জীবন দিয়েছিল। এটি ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে - বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্যের একটি উদযাপন। আজ, 188 টিরও বেশি দেশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারের জন্য এই দিবসটি পালন করে।

বাংলাদেশে, এটি একটি গৌরবময় জাতীয় শোকের দিন হিসাবে রয়ে গেছে কারণ লোকেরা শহীদ মিনারের স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করে, পুষ্পস্তবক অর্পণ করে এবং শহীদদের অভিবাদন জানাতে শোক গান গায়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীও নেতাকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে ভাষণ দেন। পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়, টেলিভিশন চ্যানেলে স্মারক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় এবং দেশব্যাপী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই বার্ষিক স্মরণ আমাদের মাতৃভাষাকে লালন করার জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে যা প্রায়ই বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শক্তিশালী করে কেন সরকার, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিদের তাদের ভাষাগত ঐতিহ্য লালন করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের গ্লোবালাইজড বিশ্বে, বহুভাষিক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কখনই সেই ভাষা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যা আমাদের শিকড়কে লালন করে।